যায়যায়দিন

তারিখ 19 JUL 2012
পৃষ্ঠা 2 কলাম ...

মেয়েরা পাসে ছেলেরা জিপিএতে এগিয়ে

এইচএসসিতে পাসের হার ৭৬.৫০ শতাংশ : সেরাদের সেরা ৫১ হাজার ৪৬৯ জন

যাযাদি রিপোর্ট

দেশের ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের ২০১২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়েছে। পাসের হার ৭৬ দশমিক ৫০ শতাংশ। গত বছর এই হার ছিল ৭২ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫১ হাজার ৪৬৯, যা গত বছরের চেয়ে ১৭ হাজার ৮৪টি বেশি।

মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর হারও কমেছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ফলাফলও ভালো হয়েছে। সব মিলিয়ে শিক্ষায় মান বৃদ্ধির সব সূচকের বেনজির উন্নতি হয়েছে। এ বছর ৭ লাখ ৪২ হাজার ৪৪৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৬ লাখ ২২ হাজার ২৭৭ জন। গত বছরের তুলনায় এ বছর ১ লাখ ২০ হাজার ১৭১ জন শিক্ষার্থী বেশি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যা দেশের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এইচএসসিতে গ্রেড পদ্ধতি চালুর পর একবার বাদে প্রতিবছরই জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এবার তা উঠেছে রেকর্ড ভাঙা রেকর্ডের পর্যায়ে। এ বছর পাসের হারে মেয়েরা এগিয়ে। তাদের পাসের হার ৭৯.১৯ এবং ছেলেদের পাসের হার ৭৮.২৩ শতাংশ। তবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে ছেলেরা এগিয়ে। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৩ হাজার ১৬৮ জন ছাত্র এবং ২৭ হাজার ৯৯৪ জন ছাত্রী। এবার সর্বোচ্চ পাসের হার সিলেটে ৮৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন বরিশালে ৬৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে সবার শীর্ষে অবস্থান করছে রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ। নতুন মানদণ্ড বিচারে সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্তদের নিয়ে প্রতি বোর্ডে শীর্ষ ২০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে পাঁচটি প্যারামিটার নিবন্ধিত প্রার্থীদের মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর শতকরা হার, শতকরা পাসের হার, মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের গড় জিপিএ নির্ণয় করা হয়েছে। প্যারামিটারে ৯৭ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে এ বছর সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুকুট ছিনিয়ে

এগিয়ে : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

[illegible] পৃষ্ঠা ৩, ৯, ১১ ও ১৩

এগিয়ে : ছেলেরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিয়েছে রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অংশগ্রহণ করা ১ হাজার ১৬৭ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করে যার মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ১০৬ জন। রাজধানীর তথাকথিত নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় হয়েছে নরসিংদীর আব্দুল কাদের মোল্লা সিটি কলেজ। এছাড়া তৃতীয় হয়েছে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, সপ্তম টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এবং ১৪তম হয়েছে ময়মনসিংহের সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ।

ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮১ দশমিক ৮২ শতাংশ, রাজশাহী ৭৮ দশমিক ৪৪, কুমিল্লা ৭৪ দশমিক ৬০, যশোর ৬৭ দশমিক ৮৭, চট্টগ্রাম ৭২ দশমিক ২৯, বরিশাল ৬৬ দশমিক ৯৮, সিলেট ৮৫ দশমিক ৩৭ এবং দিনাজপুরে পাসের হার ৭৫ দশমিক ৪১ শতাংশ।

বুধবার একযোগে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। একইসঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন আলিম ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (বিএম) পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হয়েছে। এ বছরও সংশ্লিষ্ট বোর্ড পেপারলেস পদ্ধতিতে ইন্টারনেটে ই-মেইলের মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠানো হয়।

গত ১ এপ্রিল দেশের আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। গত ২০ মে তত্ত্বীয় পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৩ মে শুরু হয়ে ৬ জুন শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক এমপি এম ইলিয়াস আলী গুম হওয়ার ঘটনায় এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে বিএনপি সারাদেশে লাগাতার হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করলে তিনটি পরীক্ষার তারিখ পেছানো হয়েছিল। তবে ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করা হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত থাকলেও এবার পাঁচ দিন আগে অর্থাৎ ৫৫ দিনেই ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

ফলাফলে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি থাকলে পুনঃনিরীক্ষণের জন্য খুদে বার্তার মাধ্যমে জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। দেশের বাইরে জেদ্দা, রিয়াদ, আবুধাবি, ত্রিপলী ও দোহা এ পাঁচটি কেন্দ্র থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ১৭৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে পাস করেছে ১৬৯ জন এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩২ জন।

ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাসি-কান্নার চিরাচরিত চিত্রও দেখা যায়। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও স্বজনরা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। একই সঙ্গে মিষ্টি ও ফুলের দোকানগুলোতে ভিড় বাড়তে থাকে। মুঠোফোনে প্রিয়জনদের জানিয়ে দেয় তাদের কাঙ্ক্ষিত পরীক্ষার ফল। পাশাপাশি প্রত্যাশিত ফল না হওয়ায় কারো কারো মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ওয়েবসাইট (ীী.বফঁপধঃরড়হনড়ধৎফনধহমষধ.মড়া.নফ) ও মুঠোফোনের খুদে বার্তায়ও ফল জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো এবারো কলেজের নিবন্ধিত ই-মেইলে ফল পাঠায়।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফলাফল হস্তান্তর : প্রথা অনুযায়ী গণভবনে সকাল ১০টায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নেতৃত্বে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলাফলের কপি হস্তান্তর করেন।

প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী সরকারি কলেজ ও রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সারাদেশের ফলাফল ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী ফল প্রকাশ করে দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের পরীক্ষার্থী সোহেলী জাবিন তৃষ্ণা। সে জানায়, সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি- প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে। কোনো দিন ভাবেনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা যায়। তৃষ্ণা তার কলেজে একাধিক প্রশাসনিক ভবন ও ছাত্রী নিবাসের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানায়। প্রধানমন্ত্রী তৃষ্ণার কাছে জানতে চান, প্রথমে কোনটা দরকার? তৃষ্ণা জবাব দেয়, ছাত্রী নিবাস। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্রী নিবাস হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী এরপর রাজশাহী সরকারি কলেজের ছাত্র লাবীবের সঙ্গেও কথা বলেন। গণভবনে এ সময় উপস্থিত ছিলেন- প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ ও বিশেষ সহকারী ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ। অন্যদিকে রাজশাহীতে উপস্থিত ছিলেন- মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন, সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা এবং জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষা পদ্ধতি বদল করায় শিক্ষার্থীরা এখন প্রতিবছরই ভালো ফল করছে। ছেলে-মেয়েরা মেধাবী। প্রতি বছর পাসের হার বৃদ্ধি পাওয়াই তা প্রমাণ করে। পাঠদানে শিক্ষকদের আরো মনযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষিত জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে না পারলে তারা উন্নতি করতে পারবেন না। দারিদ্র্য দূর করতে পারবেন না। মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন না।

শিক্ষামন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন : এরপর দুপুর ১টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন শিক্ষামন্ত্রীর হাতে সব বোর্ডের ফলাফল তুলে দেন।

সংবাদ সম্মেলনে ফলাফলের চিত্র তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের কথা থাকলেও এর পাঁচ দিন আগেই প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এবার পাঁচটি মানদণ্ডে প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে ২০টি সেরা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা হয়েছে। তাছাড়া একই মানদণ্ডে প্রতিটি জেলাতেও সেরা পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা হয়েছে। রাজধানীর নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানও ভালো করেছে। এ সময় তিনি শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা নরসিংদীর আব্দুল কাদের মোল্লা সিটি কলেজের নাম উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। একইসঙ্গে যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তাদের হতাশ না হয়ে নতুন উদ্যমে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আগামীতে পরীক্ষা দেয়ার আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এ বছর সারাদেশের ১ হাজার ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে ২৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষাগ্রহণ ও পরীক্ষা শেষে ৬০ দিনে বাধ্যবাধকতার পাঁচ দিন পূর্বে ফলাফল প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি চলমান ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রাখতে ও পাসের হার আরো বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবারো সম্পূর্ণ পেপারলেস ফল প্রকাশিত হয়েছে। ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফল জানা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, গত বছরের তুলনায় এ বছরের ফলে দেখা যাচ্ছে মান বৃদ্ধি ও সূচকের সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। শতকরা পাসের হার বেড়েছে। ১০ বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বেড়েছে ২১ হাজার ৩৯৩। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি অনুত্তীর্ণ হওয়া পরীক্ষার্থীর হার কমেছে।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, উত্তীর্ণের চেয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বেশি রয়েছে। তবে সমস্যা হচ্ছে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান একই রকম নয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন- শিক্ষা সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবনুর নূর প্রমুখ।